বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা – ২০২১ (শিখন ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনাসহ) সংক্রান্ত নির্দেশনা

বিশ্বব্যাপী করোনা পরিস্থিতির কারণে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও গত ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে সকল ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ফলে সারা বছর শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের একটি বিশাল শিখন ঘাটতি তৈরি হয়েছে। তারপরও এই বছর সকল শিক্ষার্থীকে পরবর্তি শ্রেণিতে উন্নিত করা হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশ সরকারও শিখন ঘাটতি পূরণে নানা ধরণের ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনায় গত বছরের শিখন ঘাটতির অংশটিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় রেখে পরবর্তি শ্রেণির পাঠের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাটি একই সাথে ২০২১ সালের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও গত বছরের শিখন ঘাটতি পূরনের পরিকল্পনা, তাই শিক্ষকগণ এই পরিকল্পনা অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণ করে এই বছরের নির্ধারিত শিখন অর্জন সম্ভব হবে।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এই পরিকল্পনার শুরুতে কিছুদিন শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদানের জন্য রাখা হয়েছে এবং একটি নির্দেশিকা এর সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

- রিকভারি পরিকল্পনা ছকে কিছু সেলে সেড দিয়ে পূর্ববর্তী শ্রেণির নির্দিষ্ট পাঠ বা পাঠ্যাংশ বা অনুশীলনগুলো সংযোগ করে দেয়া হয়েছে।

- এই পরিকল্পনাটি একই সাথে ২০২১ সালের বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও গত বছরের শিখন ঘাটতি পূরনের পরিকল্পনা।

- শিক্ষক সংস্করণ (টিজি) এর সাথে মিল রেখে শ্রেণি পাঠ সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষক সংস্করণের নির্ধারিত শ্রেণি পাঠ সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে।

- পূর্ববর্তি শ্রেণির যেসকল পাঠ বিষয়বস্তুসহ সরাসরি সংযুক্ত করা প্রয়োজন সেগুলোর সম্পূর্ণ পাঠ বর্তমান শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে যেসকল পাঠের মধ্যে বিশেষভাবে ভাষার কাজ (যুক্তবর্ণ, যতিচিহ্ন, সহজ ব্যাকরণ) রয়েছে সেসকল পাঠের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পাঠ বা বিষয়বস্তু পূনরাবৃত্তি না করে বরং সুনির্দিষ্ট অংশ বা অনুশীলনীকেই শুধু বর্তমান শ্রেণির পাঠের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ব্যবহার নির্দেশিকা

- এই পরিকল্পনায় ১ম দিন হিসেবে যেই তারিখই থাকুক না কেন বিদ্যালয় খোলার তারিখ হতে ১ম দিন গণ্য করা হবে।
- শিক্ষক সংস্করণে নির্ধারিত পাঠ উপস্থাপন পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষকগণ শ্রেণিতে পাঠ উপস্থাপন করবেন।
- কোন নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর জন্য এই পরিকল্পনায় নির্ধারিত শ্রেণিপাঠ সংখ্যা অনুসরণ করতে হবে অন্যথায় পূর্ববর্তী শ্রেণির সংযুক্ত পাঠটি বাদ থেকে যাবে।
- শিক্ষকবৃন্দ এই পরিকল্পনাটি অনুসরণ করে বর্তমান শ্রেণির সারা বছরের শ্রেণি পাঠ পরিচালনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের কাছে যেহেতু পূর্বের শ্রেণির বই নেই তাই শিক্ষককে শ্রেণিতে প্রবেশের পূর্বে প্রয়োজনীয় বই ও উপকরণ প্রস্তুত/সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে।
- ১ম সাময়িক বা ২য় সাময়িক পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন হলে, পরিকল্পনায় পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত তারিখসমূহে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণি পাঠদান চলমান থাকবে এবং পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত যেসকল বিষয়বস্তু পাঠদান সম্পন্ন হবে সেই সকল বিষয়বস্তুর উপর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- রিকভারি পরিকল্পনা ছকে সেড দিয়ে পূর্ববর্তী শ্রেণির নির্দিষ্ট পাঠ বা পাঠ্যাংশ বা অনুশীলনগুলো সংযোগ করে দেয়া হয়েছে। সেড দেয়া ঘরের সংযুক্ত পূর্ববর্তী পাঠ বা পাঠ্যাংশ বা অনুশীলনগুলো নির্দিষ্ট ক্লাসের প্রথম ১৫/২০ মিনিট বা শিক্ষকের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সময়ে পাঠ দিয়ে বাকি সময়ে বর্তমান শ্রেণির পাঠ উপস্থাপন করবেন। উদাহরণস্বরূপ-

বাংলা

২য় শ্রেণির আমার পরিচয়: পিরিয়ড-১ পাঠদানের সময় প্রথম ১০/১৫ মিনিট প্রথম শ্রেণি, পাঠ: ৭, বর্ণ শিখি (অ, আ) পাঠ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ইংরেজি

দ্বিতীয় শ্রেণির ইউনিট: ১, পাঠ: ৪-৬ পাঠ্যাংশ: A , পৃ.: ৩ পাঠদানের সময় প্রথম ১০/১৫ মিনিট ১ম শ্রেণি ইউনিট: ৭, পাঠ: ৪-৬ পাঠ্যাংশ: A, পৃ.: ১৫ পাঠ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

গণিত

২য় শ্রেণির ১০ পৃষ্ঠার জোড় ও বিজোড় সংখ্যার সংখ্যার পাঠের শুরুতে ১ম শ্রেণির ২০ পৃষ্ঠার জোড়ায় সাজানো নিয়ে আলোচনা করবেন।